যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৯২৬

১/ বিবিধ

আরবী

يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأنبياء بأربعين خريفا
باطل بهذا اللفظ

أخرجه أحمد (3 / 324) من طريق عمرو بن جابر أبي زرعة الحضرمي قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. قلت: وهذا سند ضعيف جدا، عمرو هذا قال الذهبي: " هالك، قال أحمد: روى عن جابر مناكير، وبلغني أنه كان يكذب، وقال النسائي: ليس بثقة ". قلت: ومن مناكيره هذا اللفظ: " الأنبياء ". فإن
المعروف إنما هو بلفظ: " الأغنياء ". وهكذا وقع في " سنن الترمذي " (2 / 57) من هذا الوجه، فلا أدري أهو تحريف من بعض النساخ لما رآه باللفظ الأول واستنكره عدل به إلى اللفظ الآخر، أوأن الرواية وقعت للترمذي هكذا؟ ومما يرجح هذا أنه قال عقبة: " هذا حديث حسن ". فلوكان عنده باللفظ الأول، لما حسنه، بل لاستنكره. والله أعلم. وقد روي باللفظ الآخر من حديث أبي الدرداء مرفوعا بلفظ: " يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا أخرجه ابن عدي في " الكامل " (80 / 2) من طريق ابن الخوار: حدثنا مغيرة بن زياد حدثنا إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء قال: سمعتها تروي عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ، فذكره. أورده في ترجمة ابن الخوار هذا واسمه حميد بن حماد، وقال: " يحدث عن الثقات بالمناكير، وهو قليل الحديث، وبعض أحاديثه على قلته لا يتابع عليه ". وقال

الحافظ في " التقريب ": " لين الحديث ". والمغيرة بن زياد صدوق له أوهام.
والمحفوظ أن هذه المدة: " أربعين خريفا " إنما قالها صلى الله عليه وسلم في فقراء المهاجرين، وأما فقراء المسلمين ـ عامة ـ فيدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة سنة. انظر " المشكاة " (5243 ـ 5258)

বাংলা

১৯২৬। মুসলিমদের ফকীররা নবীগণের চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হাদীসটি এ ভাষায় বাতিল।

এটিকে ইমাম আহমাদ (৩/৩২৪) আমর ইবনু জাবের আবু যুর'য়াহ হাযরামী সূত্রে জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ্ আনসারী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেনঃ ...।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি খুবই দুর্বল। এ আমর সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেনঃ তিনি হালেক। আহমাদ বলেনঃ তিনি জাবের হতে কতিপয় মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আমার নিকট পৌঁছেছে যে, তিনি মিথ্যা বলতেন। নাসাঈ বলেনঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ হাদীসের ভাষাঃ "নবীগণের", তার সে সব মুনকারগুলোর অন্তর্ভুক্ত। কারণ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এ শব্দেঃ "ধনীদের"। "সুনানুন তিরমিযী" গ্রন্থে (২/৫৭) এ সূত্রেই 'ধনীদের' এ শব্দে বর্ণিত হয়েছে। জানি না কোন কপিকারকের পক্ষ থেকে তা রদবদল করা হয়েছে কিনা। কারণ যখন দেখল যে, প্রথম শব্দটিকে মুনকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে তখন সে দ্বিতীয় শব্দের দিকে ফিরে গেছে। আর তিরমিযীর নিকট দ্বিতীয় শব্দটি উল্লেখ করাটা বেশী অগ্রাধিকারযোগ্য। কারণ হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী কর্তৃক হাসান আখ্যা দেয়া থেকে স্পষ্ট হয় যে, তার নিকট যদি প্রথম শব্দটি "নবীগণের" থাকত তাহলে তিনি হাসান আখ্যা দিতেন না। বরং তিনি সেটাকে মুনকার আখ্যা দিতেন। আল্লাহই বেশী জানেন।

হাদিসটিকে অন্য ভাষায় আবুদ দারাদার হাদীস হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ "আমার উম্মাতের ফাকীররা তাদের ধনীদের চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

এটিকে ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (২/৮০) ইবনুল খাওয়ার সূত্রে মুগীরাহ ইবনু যিয়াদ হতে, তিনি ইসমাঈল ইবনু ওবাইদুল্লাহ হতে, তিনি উম্মুদ দারদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ আমি আবুদ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেনঃ আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ ...।

তিনি হাদীসটিকে ইবনুল খাওয়ারের জীবনীর মধ্যে উল্লেখ করেছেন, তার নাম হচ্ছে হুমায়েদ ইবনু হাম্মাদ। ইবনু আদী বলেনঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি কম হাদীস বর্ণনাকারী। কম

বর্ণনাকারী হওয়া সত্ত্বেও তার কোন কোন হাদীসের মুতাবায়াত করা হয়নি।

হাফিয ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে বলেনঃ তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল। আর মুগীরাহ ইবনু যিয়াদ সত্যবাদী তবে তার সন্দেহমূলক বর্ণনা রয়েছে।

নিরাপদ হচ্ছে এই যে, চল্লিশ বছরের নির্ধারিত সময়টা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র মুহাজির ফাকীরগণের ক্ষেত্রে বলেছিলেন। আর অন্যান্য মুসলিম সাধারণ ফাকীররা তাদের ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। দেখুন "মিশকাত" (৫২৪৩-৫২৫৮)।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72809

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন